নিউইয়র্ক

ভিসা কঠোরতা

১১ সেপ্টেম্বরের পর আমেরিকার অনেক কিছুই বদলে গেছে। মুসলিম দেশগুলোর জন্য ভিসা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে। নজরদারি বেড়েছে বিদেশীদের ওপর...

লিখেছেন **শফিউদ্দিন কামাল**

সম্প্রতি আমেরিকা ইমিগ্রেশন স্টুডেন্ট ভিসা, টুরিস্ট ভিসা, নন ইমিগ্রেন্ট ভিসার অনেক রদবদল করেছে। ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে সব বিদেশী ছাত্রদের বাঁকা চোখে দেখছে। বিশেষ করে মুসলমানদের। কারণ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার হামলাকারীদের মধ্যে দু'জন মিসরের মোহাম্মদ আতা ও আমিরাতের মারওয়ান আল শেহী যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকেছিল ভিজিট ভিসা নিয়ে। পরে ওরা স্টুডেন্ট ভিসা পরিবর্তন করে ফ্লোরিডা বিমান চালনা প্রশিক্ষণ স্কুলে ভর্তি হয়। এখন থেকে যদি কেউ অন্য স্ট্যাটস থেকে স্টুডেন্ট ভিসা পরিবর্তন করতে চান তাহলে তাকে নিজ নিজ দেশে গিয়ে স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে আসতে হবে।

যদি কেউ যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সময় I-94 ফরমে স্ট্যাটস এডজাস্টমেন্টের কথা উল্লেখ করেন তবে সুযোগ পেতে পারেন। তবে যারা নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসায় ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন তারা এই সুযোগ পাবেন না। যুক্তরাষ্ট্রে যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস শুরু করার আগেই বিদেশী ছাত্রদেরকে স্টুডেন্ট ভিসা অবশ্যই নিতে হবে। সিনেটর ডায়ান ফেইনস্টেইন কংগ্রেসে ইতিমধ্যে দাবি করেছেন, ছাত্র ভিসা নিয়ে যারা এ দেশে আসে, তাদের সঙ্গে সর্বদা একটা যোগাযোগ রাখতে হবে। উল্লেখ্য, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ৬ লাখ স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে। বর্তমানে ওরা কে কোথায়, কি অবস্থায় আছে তার সঠিক তথ্য ইমিগ্রেশন জানে না, তবে তা বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে। ৮ এপ্রিল এটর্নি জেনারেল জন অ্যাশক্রফট প্রস্তাব পেশ করেছেন টুরিস্ট ভিসাধারী ৩০ দিন এবং বিজনেস ভিসাধারী ৬ মাসের বেশি থাকতে পারবে না। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পর ভিসার কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। যদি কারোর ডিপোর্টেশন অর্ডার হয়, সে যদি ৩০ দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ কিংবা ইমিগ্রেশনকে না জানিয়ে আত্মগোপন করে থাকে এবং ভবিষ্যতে কোনো প্রোগ্রামের সুযোগ নেয়, তাহলে সে গ্রিনকার্ডের জন্য আগামী দশ বছরের মধ্যে আবেদন কিংবা অ্যাডজাস্টমেন্টের কোনো প্রকার সুযোগ পাবে না। আমেরিকায় বেকার সমস্যা বেড়ে যাওয়ায় অনেক ছাত্রের কাজ নেই। স্কুলের টিউশন ফি সংগ্রহ করতে কষ্ট হচ্ছে। ঠিকমতো স্কুলে যেতে পারছে না। নানা রকম সমস্যায় দিনাতিপাত করছে।

টোকিও

স্বপ্নের শহর উদাইবা

আধুনিক প্রযুক্তির শীর্ষ দেশ জাপান। অর্থনীতিও তাদের শক্তিশালী। জাপানের উদাইবা শহর সত্যিই মন কেড়ে নেয়

স্বপ্নের শহর উদাইবা। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন। যে চোখে দেখেছে কেবল সেই বিশ্বাস করতে পেরেছে। জাপানের টোকিওর একটি অন্যতম ব্যস্ত শহর হলো এটি। মানুষ যে তার ক্ষমতা খাটিয়ে অসাধ্যকে সাধ্যের মধ্যে আনতে সক্ষম তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এটি। সমুদ্রের অনেকখানি এলাকা ভরাট করে মানুষের তৈরি এই কৃত্রিম শহরখানি পর্যটককে বিমুগ্ধ করে ফেলে মুহূর্তের মধ্যে। বিশ্বাস করা যায় না, সমুদ্র ভরাট করে শহর তৈরি করা সম্ভব। এই সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে আন্ডার গ্রাউন্ড সড়ক অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। একবার ভেতরে প্রবেশ করলে মনে হবে পাহাড়ের গভীরের কোনো সুড়ঙ্গ পথে চলছি। ঘুমিয়ে থাকা মন মুহূর্তেই জেগে উঠবে তৎক্ষণাৎ। তাই এই শহরকে জাপানের অন্যতম সৌন্দর্যের একটি বলা হয়।

এই উদাইবা শহরে রয়েছে বিখ্যাত মিউজিয়াম মেরিটাইম সায়েন্স, টোকিও বিগসাইট শো এবং ফুজি টেলিভিশন স্টেশন। এছাড়া একোয়া সিটির মতো বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান এখানে গড়ে উঠেছে। মেরিটাইম সায়েন্সে প্রতিদিন অসংখ্য দর্শনার্থী ভিড় জমায়। তারা সামুদ্রিক জলযান সম্বন্ধে আধুনিক প্রযুক্তির কলাকৌশল জানতে পারে। এই শহরে রয়েছে চালকবিহীন রেলগাড়ি। সম্পূর্ণটাই কম্পিউটারচালিত। যা অবিশ্বাস্য মনে হয় অনেক সময়। তবে এখানে নিউইয়র্ক শহরের স্ট্যাচু অব লিবার্টির অনুরূপ স্ট্যাচু রয়েছে। যা শহরের সৌন্দর্য অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। এখানকার ফুজি টেলিভিশন টাওয়ারের ২৫ তলায় দাঁড়িয়ে চোখ রাখলে সমস্ত উদাইবা শহরটাকে অনায়াসে দর্শন করা যায়। জাপানের সর্বোচ্চ আগ্নেয় পর্বতমালা ফুজি সানকেও মেঘমুক্ত আকাশে দেখা যায়। ফলে সমুদ্রের তীর ঘেঁষে মানুষের তৈরি এই কৃত্রিম শহরটির চাহিদা দিন দিন ব্যাপকহারে বেড়েই চলছে। পৃথিবীর নানা দেশের মানুষ জাপানে এলে উদাইবা দর্শন যেন আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়।

মোঃ আতিকুর রহমান, 3-36-30, Yamaichi Mansion, Tokyo-Tokitaku

ফুজি টাওয়ার থেকে দেখা শহর

উদাইবাতেও রয়েছে স্টাচু অব লিবার্টির মূর্তি

এ থে ন্স

আকাশ ছোঁয়া অজ্ঞতা

ধর্মের দোহাই দিয়ে অনেক অজ্ঞতাকে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে । কোরআনের মর্মবাণী সবাই বুঝতে চায় না

ষাটের দশক ছিলো চন্দ্রবিজয়। সত্তরের দশক বিশ্ব অর্থনীতির যোগসূত্র। আশির দশকে থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী হলো কম্পিউটারের সূচনা। এ থেকেই জয়যাত্রা সুপার কম্পিউটারের; রূপান্তরে গ্লোবালাইজেশন। মানব ক্লোনিং নিয়েই ক্ষ্যান্ত নেই ইত্যাদি। আসল বিজয়টা কোত্থেকে? কার? কিভাবে এলো? ব্যাখ্যা না করলে বলাটা দুরূহ। আমরা আশা করতে পারি একবিংশ শতাব্দী হতে যাচ্ছে আল-কোরআনের বিজয়। ধর্ম ধর্ম করে কারা অধর্মের মতো আচরণ করে যাচ্ছে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে যাচ্ছে– মোল্লারা (পীর) বেহেস্তের টিকিট বিক্রি করে আশেকানরা ক্রয়রত ও পীরের মাজার পূজারত। আসলে এর চুলচেরা বিশ্লেষণ আল্লাহ এ পৃথিবী সৃষ্টি করেই আল-কোরআন ও ক্বাবার সুদৃঢ় অবস্থান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। এ জগতে যা কিছু এসেছে সকল নির্দেশনা (Guide line)টা এসেছে এই মহাগ্রন্থ থেকে। মানব জাতির কল্যাণের ভিত্তিতে আবিষ্কৃত তালিকা যা কিছু উদ্ধৃত তা শুধু একত্রিকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের প্রশ্ন আল্লাহর রাসূল কোন মাযহাবের কি সুন্নী, কি ওহাবী, কি খাবেজী...? পার্টি কারা করল? বিভেদ মাযহাব সৃষ্টি কারা করে যাচ্ছে? কোথা থেকে এলো। যুদ্ধ কারা করে যাচ্ছে; কারা অনুসরণ করছে।

ইসলাম কি ধর্ম নাকি System? এই মহাশাশ্বত বাণী উপেক্ষা কারা করে যাচ্ছে? কারা নিজ মস্তিষ্কের অনুর্বর চেতনা থেকে বিকৃত তথাকথিত হাদিস লিখে বলে যাচ্ছে এসব মহানবী (সঃ)-এর বাণী। অথচ সারাটা জীবন রাসূলের (সঃ) জীবদ্দশায় এ মহাপবিত্র কোরআন ব্যতিরেকে আল্লাহর আয়াতকে ছাড়া কোনো কিছু প্রচার করে যাননি। কাঠ মোল্লারা বিভিন্ন ফতোয়া দিয়ে যাচ্ছে এটা হারাম ওটা হালাল! স্পষ্টত হারাম হালাল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। সঠিক পথের নির্দেশাবলী সেতো আল-কোরআন। বিজ্ঞানীরা চন্দ্রে অবতরণ করার বহু পূর্বে আল্লাহর Order ছিলো কিভাবে যেতে পারে (Way) এই গ্রন্থের সুলতানই রকেট। শুধু দাড়ি আর টুপি রেখে সুন্নত বলে চালিয়ে দিলেই কি ধর্ম রক্ষা হয়ে যাবে?

পৃথিবীতে যা কিছু হবে, হচ্ছে তার সব বীজ লুকিয়ে আছে এই আল-কোরআনে। একটি বীজের ভেতর লুক্কায়িত থাকে এক বিশাল বটবৃক্ষের পূর্ণাঙ্গরূপ। যতদিন মানব রচিত এসব তথাকথিত হাদিস বিলুপ্ত না হবে ততোদিন এই বাংলায় সুশান্তির হাওয়া বইবে না। অদ্বিতীয় আল্লাহকে ত্যাগ করে জ্ঞান পাপীরা তথাকথিত আশেকে রাসূল ভেবে যাচ্ছে শিরক করছে আর ভাবছে বেহেস্তের সুপারিশকারী ভেবে একটি মুসলিম যেন শিক্ষিত না হয়ে মৃত্যুবরণ না করে– এ কামনা করছি। ইউরোপ অভিন্ন মুদ্রায় প্রচলিত হতে পারলে ব্রিটেন অলিখিত সংবিধান চলতে পারলে বাংলাদেশে কেন মূর্খের স্বর্গ ভেদ করে আকাশ ছোঁয়া অজ্ঞতা দূর হবে না...

A.K.M Mahbubur Raman
Advisor Muslim community in Greece (Filotita), 23,
Aristofanus, Athens, 10553, Greece.

ব্লা ক ফ রে স্ট

বই এবং ঘটনা

একটি চমৎকার গ্রন্থ একবিংশ শতাব্দী এবং বাংলাদেশ। প্রকাশনা উৎসব হয়ে গেলো বার্লিনে। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন প্রকাশনা সেমিনারে

মঞ্চে বাম দিক থেকে প্রফেসর ড. ইউরগেন লুইট, কে এম সোবহান, ড. গোলাম আবু জাকারিয়া

'বাংলাদেশ অধ্যয়ন এবং উন্নয়ন কেন্দ্র'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ড. গোলাম আবু জাকারিয়ার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'একবিংশ শতাব্দী এবং বাংলাদেশ' বইটিতে ৬ জন জার্মান এবং ১০ জন বাঙালি লেখকদের মোট ১৬টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। সংকলনের উদ্দেশ্য– এই প্রবন্ধগুলোর মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীকে দক্ষিণ থেকে বিশেষ করে বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার ও ভাববার সুযোগ দেওয়া। স্যাটেলাইট ও আলোর গতিবেগসম ডিজিটাল তথ্যপ্রযুক্তি, চিকিৎসা ও জিন বিজ্ঞান, বস্তু বিজ্ঞান, শক্তি ও পরিবেশ, শিক্ষা ব্যবস্থা, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং পুঁজির বিশ্বায়নের ভেতর দিয়ে একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী যেন 'গ্লোবাল ভিলেজে' পরিণত হতে চলেছে। একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে বিশেষ করে বিজ্ঞানের সম্ভাবনা সমূহকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় তা যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। তা অত্যন্ত সময়োপযোগী। তাছাড়া এই কেন্দ্র থেকে ২০০০ সালে 'বাঙালি কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও কর্ম' নামে প্রথম জার্মানি ভাষায় একটি বই প্রকাশিত হয়। বইটি সুধী মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন তৎকালীন পূর্ব জার্মানির রাষ্ট্রদূত বিচারপতি কে, এম, সোবহান। বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে কামাল দেওয়ান উপস্থিত ছিলেন। বই নিয়ে আলোচনা করেন, এশিয়া এবং আফ্রিকা বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, বার্লিন Humboldt ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. ইউরগেন লুইট, ডয়েচে ভ্যালের বাংলা বিভাগীয় প্রধান আবদুল্লা আল ফারুক, অর্থনীতিবিদ ও প্রাবন্ধিক সুজিত চৌধুরী, সাংবাদিক ও লেখক সরাফউদ্দিন আহমেদ, ড. গোলাম আবু জাকারিয়া, বারবারা দাশগুপ্ত, হালে মার্টিন লুথার ইউনিভার্সিটির' ড. হান্স হারডার তিনি জার্মান এবং বাংলা দু'ভাষায় বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'বইটিকে দু'রকমভাবে বিবেচনা করা যায়। বই হিসেবে এবং ঘটনা হিসেবে। জার্মানি থেকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একটি বই প্রকাশিত হলো এটাকে ঘটনা না বলে আর কি বলবো? এই বইটির মাধ্যমে কেন্দ্রের উদ্দেশ্য অনুসারে সত্যি এক ধরনের সাংস্কৃতিক বিনিময় বাস্তবায়িত হচ্ছে– এইভাবে যে সেতু গড়ে তোলা হচ্ছে এটা একটা একতরফা সেতু, তাই পাশাপাশি একটি জার্মান বই একসঙ্গে দু'ভাষায় প্রকাশিত হলে আরো ভালো হতো'।

Taslima Zamam
Schwarzwabd, Germany

ডা র্ম স্টা ড

ইউরো শুভঙ্করের ফাঁকি

ডয়েচ মার্কের মৃত্যু হয়েছে। চালু হয়েছে ইউরো। বলা হচ্ছে ডলারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হবে। ভবিষ্যৎই বলে দেবে ইউরোর শক্তি কতখানি

বিগত কিছুদিন ধরে জার্মানির কোনো না কোনো শহরে শ্রমিকরা কর্মে বিরতি দিয়ে ধর্মঘট করছে। মালিকদের কাছে দাবি করছে বেতন ৬.৫% পর্যন্ত বাড়ানোর। কারণ চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ডয়েচ মার্কের জায়গায় মুদ্রা হিসেবে বাজারে এসেছে ইউরো। মৃত্যু হলো ৫০ বছর বয়স্ক ডয়েচ মার্কের।

নেতা হতে গেলে নাকি অনেক সময় ক্ষতি মেনে নিতে হয়। জার্মান, ফ্রান্স, হল্যান্ড এদের পুরনো মুদ্রার ছিলো শক্তিশালী অবস্থান। পক্ষান্তরে গ্রিস, স্পেন, পর্তুগাল এদের মুদ্রা ছিলো দুর্বল। এখন সব দেশেই মুদ্রার মান সমান। তাই স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশগুলোর জন্য ইউরো বিনিময় ব্যবস্থায় সুবিধা বাড়িয়েছে। ৮১% জার্মানি ইউরোর বিপক্ষে মতামত প্রদান করা সত্ত্বেও সরকার ইউরোর পক্ষে অটল থাকে। অর্থনীতিবিদরাও ইউরোর পক্ষে ঢাক বাজিয়ে বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইউরো সুফল বয়ে আনবে এবং মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ডলারের রাজত্বকে রুখে দেবে। ইউরো ডলারকে রুখতে পারবে কি না সেটা সময়ই বলে দেবে। কেননা বিশ্ব বাজারে ইউরো এখনও কচি শিশু। বিশ্ব বাজার দখল ডলারের পক্ষেও একদিনে সম্ভব হয়নি। ইউরো চালু হওয়াতে সুবিধা হয়েছে ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর ব্যবসা-বাণিজ্যে। আর জনগণের সুবিধা হয়েছে অন্য দেশে ছুটি কাটানোতে। কেননা এদেশের মানুষ ভালোবাসে বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াতে। অথচ আগে একদেশ থেকে অন্য দেশে গেলে মুদ্রা বিনিময় করতে ট্যাক্স দিতে হতো। কিন্তু এখন দেয়া লাগে না, জনগণ এতেই খুশি। অপরদিকে ইউরো চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ভাড়া থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করেছে কয়েক গুণ। ক্ষেত্রবিশেষে দেখা গেছে, ১০ মার্কের পণ্যের গায়ে ১০ ইউরো সিল লাগিয়ে রেখেছে। অথচ হিসাব অনুযায়ী পণ্যের দাম হওয়ার কথা ৫ ইউরো। গাড়ির জ্বালানি ও কাঁচা বাজারের দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ। কিন্তু জনগণ প্রথম প্রথম মনে করেছে সবকিছু সস্তা হয়ে গেছে। কেনাকাটা করেছে দেদার। এদের কেনাকাটা দেখে মনে হয়েছে কালই বড়দিন অথবা ঈদ। সুতরাং আজই শেষ মার্কেটিং করতে হবে। আজ ছয়মাস পরে জার্মানিরা বুঝতে পেরেছে ইউরো কি ও কাহাকে বলে। এখন সবাই চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। ক্রেতা অধিকার সম্পর্কিত দপ্তরের মাধ্যমে তারা অভিযোগ শুরু করেছে, মাসের মাঝামাঝি তাদের পকেট গড়ের মাঠ হয়ে যাচ্ছে। তবে বৃদ্ধরা এখনও আক্ষেপ করে ডয়েচ মার্কের জন্যে। তাইতো একজন বৃদ্ধের মুখে শুনি– রাইসমার্ক দেখলাম, ডয়েচ মার্ক দেখলাম, এখন দেখছি ইউরো। জানি না ভবিষ্যতে আর কি দেখবো। ২৮ জুন, বর্ষ ৫ সংখ্যা ৭ সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রবাসের পাতায় 'একাকিত্বের প্রবাস' শিরোনামে লেখাটির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

মামুন, ডার্মস্টাড, জার্মানি

ই ন চ ন সি টি

কুকুরের মাংস

দক্ষিণ কোরিয়ায় কুকুরের মাংস এতোটাই জনপ্রিয় যে, সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনালে পর্যটকদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিলো এটি

আধুনিক বিজ্ঞান পৃথিবীকে একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত করেছে। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ার মতো একটি শিল্পোন্নত দেশের দিকে তাকালে মনে হবে ওরা যেন আদিম মানুষের নতুন সংস্করণ। আদিম মানুষ ছিলো অসভ্য, তারা জানতো না কিভাবে খেতে হবে, তাই যেখানে যা পেত তাই খেতো। কোরিয়ানরা সভ্য হয়েও এমন কোনো জীবজন্তু নেই যে তারা খায় না। কুকুরের মাংস তারা তো খায়ই, আবার অন্য দেশের মানুষকে উৎসাহিত করে কুকুরের মাংস খাওয়ার জন্য।

দক্ষিণ কোরিয়ায় রয়েছে অসংখ্য কুকুরের ফার্ম। প্রতিটি কুকুর বাংলাদেশের টাকায় ৫ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। এবং এখানে সবচেয়ে দামী খাবার হচ্ছে কুকুরের মাংস। দক্ষিণ কোরিয়ার রেস্তোরাঁর মালিকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে, কোরিয়ানরা কুকুরের মাংস খায় বলে পশ্চিমাদের বিরূপ সমালোচনার জবাবে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার সময় কুকুরের মাংসকে জনপ্রিয় করার জন্য

সুওন স্টেডিয়ামের সামনে বাংলাদেশী বন্ধুদের সাথে লেখক (টুপি পরিহিত)

সর্বপ্রকার প্রচার চালাবে। কুকুরের মাংসের ১০০ রেস্তোরাঁর মালিক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছে। জাতীয়ভাবে এই ফেডারেশন গঠিত হয়েছে। এই ১০০ মালিক মিলিতভাবে উপায় উদ্ভাবন করে, সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপ ফাইনালে এটা জনপ্রিয় করার জন্য কি প্রকার প্রচারণা চালাতে হবে। বিদেশী পর্যটকদের কাছে কুকুরের মাংস জনপ্রিয় করাই হচ্ছে এই ফেডারেশনের লক্ষ্য। পোশিনট্যাং রেস্তোরাঁর মাধ্যমেই এই কুকুরের মাংস খাওয়া হয়। কোরীয় শব্দটির অর্থ শরীর রক্ষার জন্য স্ট্র। স্বাস্থ্যের জন্য কুকুরের মাংস ভালো। কারো কারো কাছে অতি উপাদেয়। বিদেশে কোরীয়দের কুকুরের মাংস খাওয়ার জন্য ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। কোইয়াং শহরে কুকুরের মাংসের ওপরে যে সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো তার নাম দেয়া হয়েছে 'ডক্টর ডগ মিট'। চাংচং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আহন ইয়ং কিউন কুকুরের মাংস বিশেষজ্ঞ হিসেবে গর্বিত, কারণ তিনি কুকুরের মাংস দিয়ে ৩৫০ রকমের রান্না করতে পারেন।

S.M. Harun Pasha, Dohwa-Dong, Namku, Inchon city-South korea, E-Mail : harun-pasha@yahoo.com

কু য়ে ত

শেষ রক্ষা হলো না

অবশেষে তিনজনেরই ফাঁসি হয়ে গেলো। ১৯৯৬ সালে এক শ্রীলঙ্কান মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে এদের ফাঁসি দেয়া হয়

গত ৩০ জুন তিন বাংলাদেশীর ফাঁসি কার্যকর হলো কুয়েতের প্রাণকেন্দ্র কুয়েত সিটির মুরগাবস্থ নাইফ প্যালেসে। ১৯৯৬ সালের ১৮ এপ্রিল কুয়েতের আহম্মদিয়ায় এক বাসায় গৃহপরিচারিকা ধর্ষণোত্তর হত্যা ও লুট কেসের আসামি হিসেবে সুলতান আসাদ মোহাম্মদ এগ্রিকালচার কোম্পানির মাঙ্গাফস্থ শ্রম ব্যারাক থেকে মধ্যরাতে আটক করে নিয়ে যায় আহম্মদিয়াস্থ থানা পুলিশ। তারপর থেকে শুরু হয় বিভিন্নভাবে জিজ্ঞাসাবাদ। পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে সরকারিভাবে এ মামলা। যতটা জানা যায়, প্রথম অবস্থায় এদেরকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। পরবর্তীতে ৫০০০/- দিনার ঋণ হিসেবে শ্রীলঙ্কান দূতাবাসের মাধ্যমে নিহতের অভিভাবককে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এবং ২০০২ সালের ৯ জানুয়ারি কুয়েতস্থ বাংলাদেশের দূতাবাসের প্রথম সচিব সেলিম রেজা একটি চেকের মাধ্যমে আসামি পক্ষের উকিল আহম্মেদ কোরবান এবং আসামি পক্ষের লোকজনদের সামনে শ্রীলঙ্কান দূতাবাস কর্মকর্তাকে হস্তান্তর করা হয়। এ ফাঁসি কার্যকর হওয়ার কথা ছিলো গত ২৫ জুন। কিন্তু নির্ধারিত তারিখের বিবরণ দিয়ে কয়েকটি পত্রিকায় সংবাদটি ছাপা হয়েছিলো ব্যাপকতার সঙ্গে। কিন্তু মাত্র দু'দিন পূর্বে রোজ রবিবারের আরব টাইমসে দেখা গেল মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন কর্তৃক এদেশের যথাযোগ্য কর্মকর্তার কাছে আবেদন করা হয়েছিলো। রবিবারের স্থানীয় দৈনিক আরব টাইমস পত্রিকায় লেখা হয়, ফাঁসি কার্যকর আপাতত স্থগিত। সোমবার লেখা হয় ঠিক একই আরব টাইমসে আগামীকাল মঙ্গলবার কুয়েত সিটির নাইফ প্যালেসে তিন বাঙালিকে ফাঁসি দেয়া হবে জনসম্মুখে। ভোর রাত থেকে সকাল আটটা অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই জড়ো হয় অর্ধসহস্রাধিক মানুষ নির্ধারিত স্থানে। কয়েকজন কুয়েতি বাইরে এসে জানালো, এ ফাঁসি আপাতত স্থগিত।

এরপর আবার দৈনিক পত্রিকায় জানা গেল, ৩০ জুন রবিবার তিন বাঙালির ফাঁসি কার্যকর করা হবে। সবাই অপেক্ষায় থাকে রবিবারের। এদিকে নাইফ প্যালেসের সামনে ফাঁসি কার্য দেখতে উৎসুক জনতার ভিড়ে আটটা নাগাদ নির্ধারিত স্থানের বাইরে হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে আনুমানিক সোয়া আটটার দিকে। ফাঁসি কার্যকরত্তোর ঝুলন্ত লাশ দেখাবার জন্য কর্তৃপক্ষ বিশাল দরজা খুলে দিলে নেটে ঘেরা স্থানের চতুর্দিকে ভিড় করে মানুষ। কারো মুখে কোনো প্রকার সাড়া নেই। বাংলাদেশী কুয়েত প্রবাসী ছাড়াও দেখা যায় অন্যান্য দেশের মানুষের চোখেও আবেগ অশ্রু। এদের মধ্যে বাংলাদেশী কুয়েত প্রবাসী কয়েকজন সাংবাদিককে উদাস দৃষ্টি দিয়ে ছবি তোলার কাজে ব্যস্ত ছিলো ক্যামেরার লেন্স। কুয়েতের এক পত্রিকায় জানা যায়, ফাঁসিতে ঝুলাবার ১২ মিনিট পর মোঃ জহিদ মৃধা প্রাণহীন হয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। আনোয়ার আল জামান ১৩ মিনিটে মৃত্যুবরণ করেন ও সবচেয়ে কম কষ্ট পেয়ে মৃত্যুবরণ করেন আনোয়ার হোসেন খান।

ফাঁসির পূর্ব মুহূর্তে তিন বাংলাদেশী

Jahangir Hossain Bablu, Safat, Kuwait